কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জামা‘আতে সালাত আদায় [বিধান, ফযীলত, ফায়েদা ও নিয়ম-কানূন]

বিভাগ/অধ্যায়ঃ জামা‘আত সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

কোনো ইমাম সাহেব যদি তার অযু নষ্ট হওয়ার দরুন কোনো মাস্বূককে তথা যে ব্যক্তি ইমাম সাহেবের সাথে সালাতের শুরুর কিছু অংশ পায় নি তাকে ইমাম বানিয়ে দেন তখন বাকি মুসল্লীদের যা করণীয়:

সালাতের চতুর্থ রাকাতে জনৈক ইমাম সাহেবের অযু নষ্ট হয়ে যায় তখন তিনি এমন এক ব্যক্তিকে বাকি সালাতটুকু পড়ানোর দায়িত্ব দিলেন যে তাঁর সাথে তৃতীয় রাক্‘আতে অংশ গ্রহণ করেছে তখন বাকিরা যারা ইমাম সাহেবের সাথে শুরু থেকেই সালাত পড়ছিলেন দ্বিতীয় ইমামের সাথে চতুর্থ রাকাত শেষ করে বসে থাকবেন যতক্ষণ না দ্বিতীয় ইমাম তাঁর সবটুকু সালাত শেষ করে। অতঃপর যখন তিনি তাঁর বাকি সালাতটুকু শেষ করে সালাম ফিরাবেন তখন বাকি মুসল্লীরাও তাঁর সাথে সালাম ফিরাবে। এর পূর্বে নয়।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلاَتُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ».

“ইমাম সাহেব হচ্ছেন অনুসরণীয়। তাই তিনি তাকবীর সমাপ্ত করলে তোমরা তাকবীর বলবে। তোমরা কখনো তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না তিনি তাকবীর বলেন। তিনি রুকুতে চলে গেলেই তোমরা রুকু শুরু করবে। তোমরা রুকু করবে না যতক্ষণ না তিনি রুকু করেন”।[1]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالْقُعُوْدِ وَلاَ بِالإِنْصِرَافِ».

“তোমরা আমার আগে রুকু, সাজদাহ, উঠা-বসা ও সালাম আদায় করো না”।[2]

>

ফুটনোট

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭৮, ৮০৫, ১১১৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪১৪, ৪১৭; আবু দাউদ, হাদীস নং ৬০৩।

[2] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪২৬।

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন